GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

জেন্ডার, প্রতিবন্ধকতা এবং অতিমারি- শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রভাব এবং সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিসিন ইনস্টিটিউট

কাঠমান্ডু, নেপাল

প্রসঙ্গ

যদিও নারীরা সমাজে প্রতিনিয়ত নানা বাধার মুখোমুখি হন তবে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীরা এর দ্বিগুণ বৈষম্যের সম্মুখীন হন। এর কারণ বিশেষ করে তাদের জেন্ডার পরিচয় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কোভিড-১৯ অতিমারি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী এবং মেয়েদের দ্বারা এসকল বৈষম্যের শিকার হওয়ার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে পূর্বের তুলনায় অধিকতর সামাজিক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। যদিও নেপাল সরকার ২০১০ সালে 'জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ' এর অনুমোদন দিয়েছে এবং দেশের নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে, তবে বাস্তব পর্যায়ে এসকল নীতির চর্চা কতোটা হয় তা এখনো অস্পষ্ট।

বৈষম্য কমাতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কতটুকু এই প্রকল্প তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে এই প্রকল্প সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে গুনগত উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও এই প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে এবং স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনার জন্য একটি ফোরামের মাধ্যমে নীতিমালার পর্যালোচনা চালানোর চেষ্টা করে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর বাইরে অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি জেলায়, লামজুং এবং গোর্খাতে।

উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় সম্পন্ন মানুষের স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিকতার ওপর কোভিড-১৯ অতিমারি ছাড়াও অন্যান্য দুর্যোগের প্রভাব এবং ঝুঁকিতে থাকা জনসাধারণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা হ্রাসে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়া, ঝুঁকিতে থাকা জনসাধারণকে সাহায্য ও সহযোগিতায় পৌরসভা এবং গ্রাম্য পৌরসভা কতোটা কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করে তা অনুসন্ধান করাও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী

এই প্রকল্পের প্রাথমিক অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীরা। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশীজন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং পারস্পরিক যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও, প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষাবিদ এবং গবেষকগণ পারস্পরিক সহযোগিতায় একত্রে কাজ করার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

এই অংশগ্রহনকারী তার বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ননা করেছেন অক্ষমতা জেন্ডার,দুর্যোগ এবং ইন্টারসেকশনালিটি নিয়ে
ছবিস্বত্বঃ ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার ফলাফল

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীরা অতিমারি এবং অন্যান্য দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন। চলাচলের প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তাদের অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, ফলস্বরূপ পরিবহন খরচ বেড়ে যায় এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ওপর। এছাড়াও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সীমিত সেবা প্রদান করে, আবার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবকাঠামো এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত নয়।

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীদেরস বিষয়ে সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারনা জনসাধারণের বিভিন্ন আলোচনা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করছে, ফলস্বরূপ তারা তাদের প্রাপ্য পরিষেবা গ্রহনের ব্যাপারে সচেতন হতে পারছে না। জেন্ডারের ইন্টারসেকশনালিটি ও বৈচিত্র, দারিদ্র্যতা এবং প্রতিবন্ধিকতা নেপালের গ্রাম্যাঞ্চলে থাকা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনযাপনে প্রতিনিয়তি প্রভাব ফেলছে।

এই সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিকভাবে অক্ষম নারীরা সমাজে মানবিক বিপর্যয়ে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। যেমন-

- জেন্ডার এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাত্যহিক জীবনে বৈষম্য বেড়ে যায়, যার ব্যাপকতা কিনা কোভিড-১৯ অতিমারী এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের কারণে আবারো বৃদ্ধি পেয়েছিলো।
- অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয়, পরিবার ও সমাজের সমর্থন কমে যাওয়া, শিক্ষা সুযোগের অভাব, আবাসন সংকট, পরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোতে বিপর্যয়।
- অতিমারী এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের কারণে সাহায্যকারী ডিভাইস, পরিচর্যাকারী এবং সহায়ক মানুষদের অভাব; যা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং অন্যের দ্বারা শোষিত হওয়ার ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দেয়।
- যৌন নিপীড়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। এর কারণ হিসেবে প্রতিবন্ধী নারীদের ‘সহজ শিকার’ ভেবে নেয়া, সমাজ থেকে তাদের ভিন্ন করে দেয়া, নিরাপত্তা এবং সহায়তা প্রদানে ঘাটতি এবং চলাচলে অক্ষমতাকেও দায়ী করা যায়।
- আশ্রয়ের অভাব এবং মানবিক বিবেচনায় নানা মৌলিক প্রয়োজন যেমন মাসিক চলাকালীন পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহৃত সামগ্রীর অপ্রতুলতা। জীবিকার অভাব, যা তাদের দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয় এবং সমাজ দ্বারা শোষিত হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

সুপারিশ

- পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়কে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সরকারকে, বিশেষ করে স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে এবং একটি সর্বব্যাপী পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।
- পরিষেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীরা, বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম নারীরা যেসব বাঁধার সম্মুখীন হন তা পরিষেবা প্রদানকারীগণ অবশ্যই যাচাই করবেন।
- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য নীতিনির্ধারকগণ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনটারসেকশনাল এবং জেন্ডার লেন্স সংযোজন করবেন।

ছবিস্বত্বঃ ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়

জেন্ডার, প্রতিবন্ধকতা এবং অতিমারি- শারীরিক প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর ইনটারসেকশনের প্রভাব এবং সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়,ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন

www.grripp.net

“নীতি ও অনুশীলনে লিঙ্গ সহনশীল নীতি এবং ইন্টারসেকশনালিটি” দ্বারা অর্থায়িত একটি প্রকল্প ”সহনশীলতা প্রশ্নে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব” একটি UKRI কালেক্টিভ ফান্ড পুরস্কার।

GRRIPP Gender Responsive Resilience & Intersectionality in Policy & Practice

UK Research and Innovation

GCRF Global Challenges Research Fund